জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।
২৫ শ্রাবণ ১৪৩০
০৯ আগস্ট ২০২৩

বাণী

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও দারিদ্র বিমোচনে জ্বালানি খাতের ভূমিকা অপরিসীম। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এবং জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে সাশ্রয়ী ও সচেতন করে তুলতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়' যুগোপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বাধীনতার পর দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেল অয়েল থেকে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। এসব গ্যাসক্ষেত্র অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জ্বালানি নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির পিতার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতে অন্যতম পূর্বশর্ত হলো নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির যোগান। সে প্রেক্ষিতে সরকার দেশজ প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যথোপযুক্ত পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা পূরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহারের পাশাপাশি অপচয় রোধ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। এজন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর একক নির্ভরতা কমিয়ে জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। দেশে প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম আরো বেগবান করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যত উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে জ্বালানি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা এবং প্রায়োগিক ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে মনোযোগী হতে হবে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রাকৃতিক গ্যাসসহ সকল প্রাথমিক জ্বালানি নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধে আমি সকলকে আরও দায়িত্বশীল ও যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

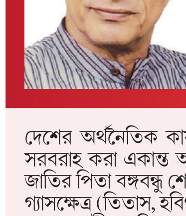

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রম গতিশীল রাখার স্বার্থে শিল্প-কারখানাসমূহে চাহিদা অনুযায়ী প্রাথমিক জ্বালানির সরবরাহ করা একান্ত অপরিহার্য। এরূপ উপলব্ধি থেকে স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি কোম্পানি শেল অয়েল হতে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং জ্বালানি খাতে সরকারের যুগোপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার নির্দেশিত পথে রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কর্তৃক দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান যেমন ২০২৫ সালের মধ্যে ৪৬টি কূপ ওয়ার্কওভার, মূল্যায়ন/উন্নয়ন ও খননের মাধ্যমে দৈনিক ৬১৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩টি কূপ (টবগি-১, ভোলা নর্থ-২ এবং ইলিশা-১) খননের মাধ্যমে গ্যাস পাওয়া গিয়েছে এবং ২টি কূপ (বিয়ানীবাজার-১ এবং তিতাস-২৪) ওয়ার্কওভারের মাধ্যমে দৈনিক ৭৬ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। সমুদ্র এলাকার ব্লকসমূহে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট এবং প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে বিদ্যমান উৎপাদন ও বন্টন চুক্তি (পিএসসি) হালনাগাদ করে নতুন অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩ চূড়ান্ত করে শীঘ্রই বিড রাউন্ড আহবানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশীয় উৎস হতে গ্যাস উত্তোলনের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি ও স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানির কার্যক্রম বেগবান (বিদ্যমান চুক্তির পাশাপাশি নতুন চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে) করা হয়েছে। এজন্য বিদ্যমান ২টি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (এফএসআরইউ) এর পাশাপাশি আরও ২টি এফএসআরইউ এবং ১টি ল্যান্ড-বেইজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গত ২০০৯ সাল হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ৪.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি করে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলছে। এছাড়া দ্রুত ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে আমদানিকৃত জ্বালানি তেল (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত উভয় ধরনের) খালাসের জন্য সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং স্থাপনের কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। ইতোমধ্যে ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন নির্মাণ শেষে উদ্বোধন করা হয়েছে।

এ বছরের জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসের প্রতিপাদ্য 'স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী এবং সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে।

আমি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

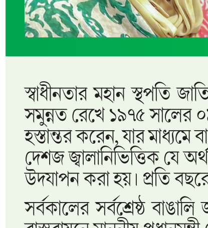

ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি
সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানের ১৪৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে ১৯৭৫ সালের ০৯ আগস্ট শেল অয়েল তেল কোম্পানির মালিকানা থেকে ০৫টি গ্যাসক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় হস্তান্তর করেন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। জাতির পিতার এই দূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে দেশজ জ্বালানিভিত্তিক যে অর্থনীতি চালু হয়েছে সেই অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ০৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' উদযাপন করা হয়। প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রাষ্ট্রনায়ক যিনি 'এনার্জি ডিপ্লোমেসি'-কে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে প্রাধান্য দিয়ে আসছেন। ভারতের নুমালীগড় থেকে দিনাজপুরের পার্বতীপুর পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন এই পলিসির একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। পরিবেশবান্ধব টেকসই জ্বালানি শক্তি উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতিসমূহ খুঁজে বের করে উদ্ভাবনী সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণার জন্য সরকার নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করছে। নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪,১০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করছে সরকার। কক্সবাজারের মহেশখালীতে প্রায় ৮,৩৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) প্রকল্পটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের অপেক্ষায়। এর মাধ্যমে বছরে অপরিশোধিত তেল খালাস করা যাবে ৯ মিলিয়ন টন। দ্রুততম সময়ে, কম খরচে ও পরিবেশ বান্ধব উপায়ে জ্বালানি তেল খালাস করতে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে সরকার। ইতোমধ্যে সাগরের তলদেশে পাইপলাইনের মাধ্যমে দেশের প্রথম ভাসমান টার্মিনাল থেকে জ্বালানি তেল খালাস শুরু হয়েছে। সম্প্রতি দেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র ভোলার ইলিশা-১ আবিষ্কার হয়েছে।

২০১৪ সালে সমুদ্র বিজয়ের ফলশ্রুতিতে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সুযোগ সৃষ্টিসহ সমুদ্র ব্লকসমূহে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোকে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে আগ্রহী করে তোলার জন্য Offshore Model PSC-2023 চূড়ান্ত হয়েছে। দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এলএনজি আমদানির উদ্দেশ্যে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির অংশ হিসেবে ওমান ও কাতারের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

কোভিড-১৯ মহামারি পরবর্তী পরিস্থিতি এবং ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব জ্বালানি পরিস্থিতি আজ সংকটময়। এমতাবস্থায়, জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী হওয়ার পাশাপাশি নিজস্ব জ্বালানি উৎপাদন, ব্যবস্থাপনা ও বিকল্প জ্বালানির উৎস অনুসন্ধানের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অবদান রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার জন্য আমি বিনীত আহ্বান জানাই।

আমি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় শেখ হাসিনা,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি

স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়ে জ্বালানি খাত

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে গ্যাস খাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসাবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়কালে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। ২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে মোট ১৩২টি কূপ খনন করা হয়েছে। দেশে গ্যাসের ভবিষ্যত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আরো ৪৬টি কূপ খননের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
- নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কারের জন্য ২০০৯ হতে অদ্যাবধি ৩২,৮৯০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ৬,৯১২ বর্গ কিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২,৯৩৮ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরিপ ও ৭৮৫ বর্গ কিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করে বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির (আইওসি) ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে।
- গ্যাস কূপ থেকে বর্ধিত হারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ১৬টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপিত হয়েছে এবং ৯টির স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

- ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের সরবরাহ ছিল গড়ে দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। গ্যাস খাতের উন্নয়নে বর্তমান সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে দৈনিক দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২,২০০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক।
- আমদানিকৃত এলএনজিসহ বর্তমানে দেশে গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা দৈনিক কমবেশী ৩,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। দেশীয় গ্যাসের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ফলে আশা করা যায় ২০২৫ সাল নাগাদ দৈনিক প্রায় ৬১৮ এমএমসিএফ অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করা সম্ভব হবে।
- এছাড়া, বঙ্গোপসাগরে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে প্রণীত 'অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩' অনুমোদিত হয়েছে। আশা করা যায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিসমূহকে আহ্বান করার নিমিত্ত দ্রুততম সময়ে বিড রাউন্ড আহ্বান করা সম্ভব হবে।

গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

- ২০০৯ সাল থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত ১,৩১৬ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে।
- সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা)।
- দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্ক স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ৬০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভোলা জেলায় প্রাপ্ত গ্যাস সিএনজি আকারে এনে ঢাকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি ও অবকাঠামো নির্মাণ

- কক্সবাজারের মহেশখালীতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage and Re-gasification Unit-FSRU) স্থাপিত হয়েছে, যার রি-গ্যাসিফিকেশনস সক্ষমতা (৫০০ × ২) = ১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট।
- গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা নিরসনের লক্ষ্যে বর্তমানে দু'টি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতার ও ওমান থেকে যথাক্রমে ২.৫ ও ১.৫ এমটিপিএ গ্যাস আমদানি করা হচ্ছে। এছাড়া, ২১টি প্রতিষ্ঠানের সাথে Master Sales and Purchase Agreement (MSPA) স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্পট মার্কেট হতেও এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে। অধিকন্তু ২০২৩ সালে কাতার ও ওমান উভয়ের সাথে জি টু জি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির জন্য অতিরিক্ত ১টি করে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যার মাধ্যমে ২০২৬ সাল থেকে যথাক্রমে ১.৫ এমটিপিএ এবং ০.২৫ হতে ১.৫ এমটিপিএ এলএনজি আমদানি করা হবে।
- তৃতীয় ও চতুর্থ FSRU কক্সবাজারের মহেশখালী ও পটুয়াখালীর পায়রাতে স্থাপন, মহেশখালীতে বিদ্যমান একটি FSRU-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকায় দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতাসম্পন্ন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণের লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ্যাস সেক্টরের আধুনিকায়ন

- গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে আবাসিক গ্রাহকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার জন্য ইতোমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সকল আবাসিক গ্রাহককে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- তিতাস গ্যাস কোম্পানির পুরাতন পাইপলাইনের লিকেজ বন্ধ করার লক্ষ্যে SCADA ও GIS সিস্টেম সম্বলিত আধুনিক গ্যাস নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫ বছরে জ্বালানি খাতের অর্জন
(২০০৯ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত)

- **গ্যাসক্ষেত্র** — বৃদ্ধি হয়েছে ৬টি — ২০২৩: ২৯টি; ২০০৯: ২৩টি
- **গ্যাস সরবরাহ** — বৃদ্ধি পেয়েছে ১,২৫৬ (MMCFD) — ২০২৩: ৩,০০০+; ২০০৯: ১,৭৪৪
- **গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন** — বৃদ্ধি পেয়েছে ১৫২৩ কি.মি. — ২০২৩: ৩,৬২৫ কি.মি.; ২০০৯: ২,১০২ কি.মি.
- **কূপ খনন রিগ** — নতুন ক্রয় ৪টি পুনর্বাসন ১টি — ২০২৩: নতুন ৪টি ক্রয়, পুনর্বাসন ১টি; ২০০৯: ২টি (অকার্যকর)
- **জ্বালানি তেল পাইপলাইন** — সম্পূর্ণ নতুন কার্যক্রম — ২০২৩: ৬২৪ কি. মি.; ২০০৯: ০
- **সরকারিভাবে পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ** — বৃদ্ধি পেয়েছে ৪০.১৬ লক্ষ মে. টন — ২০২৩: ৭৩.৪২ লক্ষ মে. টন; ২০০৯: ৩৩.২৬ লক্ষ মে. টন
- **তেল মজুদ ক্ষমতা** — বৃদ্ধি পেয়েছে ৪.০৯ লক্ষ মে. টন — ২০২৩: ১৩.০৯ লক্ষ মে. টন; ২০০৯: ৯ লক্ষ মে. টন
- **এলপিজি সরবরাহ** — বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১ গুণ — ২০২৩: ১৪+ লক্ষ মে. টন; ২০০৯: ৪৫ হাজার মে. টন

জ্বালানি তেল সরবরাহ কার্যক্রম

- জ্বালানি তেল প্রধানত: যানবাহন (৬১.৬১%), বিদ্যুৎ (১২.৭৭%) ও কৃষি কাজে (১৬.৬৪%) ব্যবহার করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে এসব খাতে জ্বালানি তেলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের সুপরিকল্পিত নীতি কৌশলের কারণে উক্ত বর্ধিত চাহিদা যথাযথভাবে মেটানো সম্ভব হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ ছিল ৩৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতি সঞ্চারের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারিভাবে প্রায় ৭৩.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৫০% তেল জিটুজি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৫০% আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে।
- বর্তমানে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণটুকুই সরকারি ও বেসরকারিভাবে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট ও Catalytic Reform Unit (CRU)-এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে।
- জ্বালানি তেলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রুড রিফাইনিং ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরনের জন্য বিদ্যমান ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL এর পাশাপাশি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL ইউনিট-২ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিক Engineering Design সম্পাদন করা হয়েছে।
- জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৩.০৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হওয়ার ফলে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর সময়কাল ৩০ দিন থেকে ৪০-৪৫ দিনে উন্নীত হয়েছে। ফলে বৈশ্বিক দৈব বিপাকের ফলে জ্বালানি তেলের আমদানি বাধাগ্রস্ত হলেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের আওতায় আরো ৩,০৪,৮০০ মেট্রিক টন জ্বালানি তেল মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ চলমান রয়েছে। এর ফলে জ্বালানি তেল মজুদের সক্ষমতা প্রায় ৪৫-৫০ দিনে উন্নীত হবে।
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। উক্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে তেল পরিবহন কার্যক্রম গত ১৮/০৩/২০২৩ তারিখে দুই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।
- আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। বর্তমানে ২২০ কিলোমিটার পাইপলাইনের পরীক্ষামূলক কমিশনিংয়ের কাজ চলছে। SPM চালু হলে তেল পরিবহন খাতে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে।
- জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত তেল পাইপলাইন (২৪৯.৫৭ কিলোমিটার) নির্মাণ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া ঢাকার হযরত শাহজালাল ও চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জ্বালানি তেল জেট-এ-১ সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য প্রায় ২১ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে আমদানিকৃত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-কে সহজলভ্য করতে বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এলপিজি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।
- জানুয়ারি ২০০৯ এ মোট এলপিজি সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেট্রিক টন । বর্তমানে এ পরিমাণ প্রায় ৩১ গুন বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.১১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

ব্লু ইকোনমি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রণয়ন করেন। ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং ০৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের আওতায় ০৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে।

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লাখনি বড়পুকুরিয়া থেকে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ৩,০০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে।
- উত্তোলিত কয়লার সমুদয় অংশই ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

গ্রানাইট পাথর উত্তোলন

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি কর্তৃক ভূগর্ভস্থ খনি হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন (৩ শিফটে) গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। উক্ত পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে সড়ক, সেতু, রেলপথ ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণসহ দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে পাথরের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হচ্ছে।

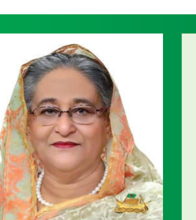

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
২৫ শ্রাবণ ১৪৩০
০৯ আগস্ট ২০২৩

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে যে সকল ঐতিহাসিক ও দূরদর্শী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সেগুলোকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যেই প্রতি বছর এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হচ্ছে। আমি মনে করি, আওয়ামী লীগ সরকারের রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবারের প্রতিপাদ্য-'স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়'- যথার্থ হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও সাহসী সিদ্ধান্ত দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তনসহ জ্বালানির মজুদ বৃদ্ধি, দ্রুত সরবরাহ ও বিতরণে অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলছে। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের সরকার নতুন নতুন উৎস থেকে জ্বালানি আহরণ এবং জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশসহ আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানি অব্যাহত রেখেছে। আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করেছে। ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমাদের 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে এলএনজি আমদানির পাশাপাশি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণসহ মাতারবাড়ি ও পায়রায় ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান, বিদ্যমান গ্যাসক্ষেত্রের উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার এর ক্ষেত্রে নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ, জকিগঞ্জ ও ইলিশা নামে মোট ৬টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের লক্ষ্যে 'মডেল পিএসসি ২০২৩' প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়েছে। গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন এবং রংপুর-নীলফামারী-পীরগঞ্জ বিতরণ পাইপলাইন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রায় ৪ লাখ প্রিপেইড গ্যাস মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সকল আবাসিক গ্যাস গ্রাহককে প্রিপেইড গ্যাস মিটারের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

আমরা জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ৫২ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি। আমদানিতব্য ক্রুড অয়েল ও পরিশোধিত ডিজেল স্বল্প সময়ে নিরাপদে ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাস ও পরিবহনের জন্য Single Point Mooring with Double Pipeline (SPM) প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দেশের জ্বালানি তেলের পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইআরএল (ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড) ইউনিট-২ স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি তেল পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে পরিবহনের জন্য ইতোমধ্যে ১৩১.৫ কি.মি. দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন স্থাপন সম্পন্নসহ মোট ৬২৪ কিলোমিটার জ্বালানি তেল পাইপলাইন স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, গ্যাস সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, নতুন নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং গ্যাস ও কয়লাভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ স্মার্ট, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করবে। পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব ও বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার ও জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার টেকসই উন্নয়ন অর্জন গতিশীল করবে।

আমি, 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

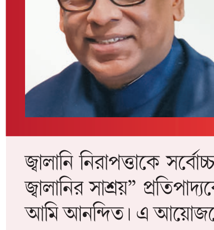

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট "স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয় জ্বালানির সাশ্রয়" প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েলের নিকট হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে গ্যাসক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। এ ছাড়া তিনি The Esso Undertakings Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিকরণ, পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন।

ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ফলে প্রাথমিক জ্বালানির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশীয় প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলন হ্রাস পেলেও চাহিদা পূরণে এলএনজি আমদানি বাড়ানো হয়েছে। অনুসন্ধান ও গ্যাস কূপ ড্রিলিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় শ্রীকাইল ইষ্ট-১, জকিগঞ্জ-১ ও ইলিশা-১ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু ভোলাতেই শাহজাদপুর, ভোলা নর্থ ও ইলিশা মিলে ২.২৩ টিসিএফ গ্যাস মজুদ রয়েছে। জ্বালানি তেল, চাহিদা অনুসারে সংগ্রহ ও বিতরণ করা হচ্ছে। এসপিএম এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এতে বছরে প্রায় ১,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয় হবে। তাছাড়া জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি প্রবর্তন নিয়েও কাজ করা হচ্ছে।

জ্বালানি খাতকে আধুনিক করতে অটোমেশন, প্রি-পেইড মিটার ও স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপন, পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নতুন রিফাইনারি স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। জ্বালানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-কে সহজলভ্য করতে জনবান্ধব এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এলপিজি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটকালীন সময়েও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে। আমি আশা করি, জ্বালানির অপচয় রোধ করে জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহারে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমি "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

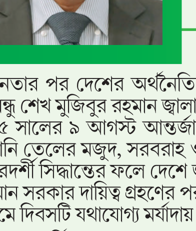

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্বাধীনতার পর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ১৯৭৪ সালে পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানি শেলওয়েল থেকে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করার মাধ্যমে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। জাতির পিতার অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ২০১০ সালের ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করছে।

বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে বর্তমান সরকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছর ধরে দেশে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করে চলেছে। সরকার দেশীয় জ্বালানি সম্পদের পরিকল্পিত অনুসন্ধান, আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে নতুন নতুন কূপ খনন, পরিত্যক্ত কূপসমূহের ওয়ার্কওভার, ক্রমাগত গ্যাস উত্তোলনের ফলে গ্যাসের চাপ হ্রাস পাওয়া গ্যাসক্ষেত্রসমূহে ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপনসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গত এক বছরে পাঁচটি নতুন গ্যাস কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতকরণে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসও আমদানি করা হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে তেল ও গ্যাস আহরণের লক্ষ্যে প্রণীত অফশোর মডেল পিএসসি ২০২৩ চূড়ান্ত হয়েছে।

জ্বালানি খাতকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গ্যাস পাইপলাইন আধুনিকীকরণ, প্রি-পেইড মিটার স্থাপন, তেলের পাইপলাইন স্থাপন, জ্বালানি ব্যবস্থাপনায় স্কাডা সিস্টেমসহ বিভিন্ন আধুনিক কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়েছে। তথাপি এটি অনস্বীকার্য যে, দেশের জ্বালানি মজুদ ও খনিজ সম্পদ সীমিত। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে জ্বালানি ব্যবহারে পরিমিতিবোধ, জ্বালানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং অপচয় রোধের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্মার্ট বাংলাদেশ কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে "স্মার্ট বাংলাদেশের প্রত্যয়, জ্বালানির সাশ্রয়"-এ প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২৩ উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার